

রমায়ানের ফাযায়েল ও রোযার মাসায়েল

বিভাগ/অধ্যায়ঃ ষষ্ঠদশ অধ্যায় - রমায়ানের কিছু বিদআত

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

রমায়ানের কিছু বিদআতের নমুনা

কোন কোন অঞ্চলে বা সমাজে রমায়ান মাসে এক এক প্রকার বিদআত প্রচলিত হয়ে পড়েছে। সে সকল বিদআত থেকে সাবধান করার জন্য এখানে কিছু বিদআত উল্লেখ করা সঙ্গত বলে মনে করছি।

১। রোযার নিয়ত মুখে উচ্চারণ করা।

২। “নাওয়াইতু আন আসূমা গাদাম মিন শাহরি রামায়ান” বলে বাঁধা নিয়ত বলা।

৩। রমায়ানের রাতে কুরআন পড়ার জন্য ভাড়াটিয়া কারী ভাড়া করা।[1]

৪। মাইকে এক রাতে কুরআন খতম (শবীনা পাঠ) করা।

৫। মীলাদ বা মওলুদ পাঠ করা এবং তার শেষে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)-এর শানে দরুদ পাঠ করার জন্য উঠে দাঁড়িয়ে মনগড়া দরুদ পড়া। সেই সাথে মুনাজাতে আমলের সওয়াব আশ্বিয়া ও আওলিয়া বা কোন আত্মীয়র রুহের জন্য বখশে দেওয়া।[2]

৬। পূর্বসতর্কতামূলক কর্ম ভেবে ফজর হওয়ার ৫/১০ মিনিট আগে খাওয়া বন্ধ করা এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার ৩/৫ মিনিট পরে ইফতার করা।[3]

৭। সেহরী ও ইফতারের সময় জানানোর উদ্দেশ্যে তোপ দাগা।[4]

৮। সেহরী খেতে জাগানোর উদ্দেশ্যে আযানের পরিবর্তে কুরআন ও গজল পাঠ করা।

৯। মসজিদের মিনারে সেহরী ও ইফতারের জন্য নির্দিষ্ট লাইট ব্যবহার করা। যেমন, সেহরীর সময় শেষ হলে লাল বাতি এবং ইফতারীর সময় শুরু হলে সবুজ বাতি জ্বালিয়ে দেওয়া।[5]

১০। সেহরী না খেয়ে অধিক সওয়াবের আশা করা।[6]

১১। কুরআন খতম হওয়ার পর বাকী রাতে তারাবীহ না পড়া।[7]

১২। প্রথমে পানি না খেয়ে আদা ও লবণ দিয়ে ইফতারী করাকে ভালো মনে করা।

১৩। ইফতারের আগে হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত করা।

১৪। ইফতারের সময় “আল্লাহুম্মা ইন্নী আসআলুকা বিরাহমাতিকাল্লাতী অসিআত কুল্লা শাইইন আন তাগফিরা লী” বলে দুআ করা।[8]

১৫। ইফতারের সময় “আল্লাহুম্মা লাকা সুমতু, অবিকা আ-মানতু, অআলাইকা তাওয়াক্কালতু, অআলা রিয়াক্বিকা আফতারতু, বিরাহমাতিকা ইয়া আরহামুর রা-হিমীন” বলে দুআ করা।

১৬। বিশেষ করে রজব, শাবান ও রমায়ানে মৃতদের কল্যাণের উদ্দেশ্যে দান-খয়রাত করা।[9]

- ১৭। সারা বছর নামায না পড়ে এবং তার সংকল্প না নিয়ে কেবল রমায়ান মাসে রোযা রেখে (ফরয, সুন্নত ও নফল) নামায পড়া ও তসবীহ আওড়ানো।[10]
- ১৮। শবেকদরের ১০০ বা ১০০০ রাকআত নামায পড়া।
- ১৯। শবেকদরে বিশেষ করে ‘সালাতুত তাসবীহ’ নামায পড়া।
- ২০। কেবল ২৭শের রাতকে শবেকদর মনে করা এবং কেবল সেই রাত জাগরণ করা ও বাকী রাত না জাগা।
- ২১। বিশেষ করে শবেকদরের রাতে উমরাহ করা।[11]
- ২২। বিশেষ করে ২৭শের রাত্রি জাগরণ করে জামাআতী যিক্র করা, নানা রকমের পানাহার সামগ্রী তৈরী বা ক্রয় করে পান-ভোজন করা, মিষ্টি বিতরণ করা ও ওয়ায-মাহফিল করা।[12]
- ২৩। নির্দিষ্ট কোন রাতে একাকী বা জামাআতী নির্দিষ্ট যিক্র পড়া।[13]
- ২৪। সাতাশের রাত্রে লোকেদের মিষ্টি কিনতে ভিড় করা, (তা খাওয়া ও দান করা)।[14]
- ২৫। ঈদের রাত্রি জাগরণ করে ইবাদত করা। পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে যে, এ ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসটি জাল।[15]
- ২৬। রমায়ানের শেষ জুমআহ (বিদায়ী জুমআহ) বিশেষ উদ্দীপনার সাথে পালন করা।
- ২৭। মা-বাপের নামে বিশেষ ভোজ-অনুষ্ঠান করা।[16]
- ২৮। শাবানের ১৫ তারীখের রাতে নামায ও দিনে রোযা রাখা।[17] বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস নেই।
- সবশেষে এ কথা সকল মুসলিমের জেনে রাখা উচিত যে, নিশ্চয় উত্তম বাণী আল্লাহর গ্রন্থ এবং উত্তম পথ-নির্দেশ মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) -এর পথ-নির্দেশ। সব চেয়ে মন্দ কর্ম দ্বীনের অভিনব রচিত কর্মসমূহ। এবং প্রত্যেক নব কর্মই বিদআত, আর প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা।” “এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতার স্থান দোযখে।”[18]
- মহানবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) বলেন, “যে ব্যক্তি কোন এমন কাজ করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।”[19] তিনি আরো বলেন, “যে ব্যক্তি আমাদের এ (দ্বীন) বিষয়ে কিছু এমন কর্ম উদ্ভাবন করবে যা ওর পর্যাযভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত।”[20]

ফুটনোট

- [1] (মু’জামুল বিদা’ ২৬৮পৃঃ, দুরুসু রামায়ান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ৪০পৃঃ)
- [2] (আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২৬০-২৬১পৃঃ)
- [3] (ফাতহুল বারী ৪/১৯৯, তামামুল মিল্লাহ, আল্লামা আলবানী ৪১৫পৃঃ, মু’জামুল বিদা’ ২৬৮, ৩৬১পৃঃ)
- [4] (মু’জামুল বিদা’ ২৬৮পৃঃ)

[5] (ফাতহুল বারী ৪/১৯৯, মু'জামুল বিদা' ৩৬১পৃঃ)

[6] (মু'জামুল বিদা' ৩৬১পৃঃ)

[7] (ঐ ২৬৮পৃঃ)

[8] (এ ব্যাপারে আসারটি যযীফ। দ্রঃ যযীফ ইবনে মাজাহ, আলবানী ৩৮৭, ইরওয়াউল গালীল, আলবানী ৯২১নং, আর ইফতারীর বিবরণে আলোচিত হয়েছে যে, “যাহাবায যামাউ---” ছাড়া ইফতারীর জন্য অন্য কোন দুআ বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নয়।)

[9] (আহকামুল জানায়েয, আলবানী ২৫৭নং বিদআত, মু'জামুল বিদা' ২৬৯পৃঃ)

[10] (মু'জামুল বিদা' ২৭০পৃঃ)

[11] (আশশারহুল মুমতে' ৬/৪৯৬, ৪৯৭)

[12] (মাজাল্লাতুদ দা'ওয়া, ইবনে বায ১৬৭৪/১৪ রমায়ান ১৪১৯হিঃ)

[13] (ঐ)

[14] (মু'জামুল বিদা' ২৬৯পৃঃ)

[15] (দ্রঃ সিলসিলাহ যযীফাহ, আলবানী ৫২০, ৫২১, ৫২২নং, মু'জামুল বিদা' ৩৩২পৃঃ, দুরুসু রামায়ান অকাফাত লিস্-সায়েমীন ১০০পৃঃ)

[16] (ফাসিঃ মুসনিদ ১০৪পৃঃ, তাযকীরু ইবাদির রাহমান, ফীমা অরাদা বিসিয়ামি শাহরি রামায়ান ৫০পৃঃ)

[17] (মু'জামুল বিদা' ৩৬২পৃঃ)

[18] (মুসলিম, নাসাঈ)

[19] (মুসলিম)

[20] (বুখারী, মুসলিম)

Source — <https://www.hadithbd.com/books/link/?id=4178>

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন